সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ

কিভাবে সত্রাজিৎ নিহত হবার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করলেন এবং অক্রূর স্যমন্তক মণিটি দ্বারকায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শুনলেন যে, পাণ্ডবেরা সম্ভবত লাক্ষা প্রাসাদে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তখন তিনি সর্বজ্ঞ হয়েও সংবাদটি মিথ্যা জানা সত্ত্বেও জাগতিক লোকাচার বজায় রাখার জন্য বলদেবকে নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ত্যাগ করার পরে অক্রূর ও কৃতবর্মা, সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যমন্তক মণিটি অপহরণ করার জন্য শতধন্বাকে প্ররোচিত করলেন। তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পাপবুদ্ধি শতধন্বা রাজা সত্রাজিৎকে তাঁর ঘুমের মধ্যে হত্যা করে মণিটি চুরি করল। রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই শোক সংবাদটি জানানোর জন্য হস্তিনাপুরে ছুটে গেলেন। বলদেবকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন শতধন্বাকে হত্যার জন্য দ্বারকায় ফিরে এলেন।

অক্রূর ও কৃতবর্মার কাছে গিয়ে শতধন্বা সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করলে, সে মণিটি অক্রূরের কাছে রেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তার পেছনে ধাবিত হলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শাণিত চক্রের দ্বারা শতধন্বার শিরচ্ছেদ করলেন। শতধন্বার কাছে শ্রীভগবান স্যমন্তক মণিটি যখন পেলেন না, বলদেব তখন তাঁকে বললেন, শতধন্বা নিশ্চয়ই সেটি অন্য কারও কাছে রেখে গেছে। বলদেব আরও মতলব দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মণিটি খুঁজে বার করবার জন্য দ্বারকায় ফিরে যান আর তিনি, বলদেব, এই সুযোগে বিদেহরাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তাই শ্রীবলরাম মিথিলায় গেলে এবং কয়েক বছর সেখানে অবস্থান কালে তিনি রাজা দুর্যোধনকে গদা-যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন এবং সত্রাজিতের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করেন। যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা শুনলেন কিভাবে শতধন্বার মৃত্যু হয়েছিল, তখন তাঁরা দ্বারকা থেকে পালিয়ে গেলেন। শীঘ্রই মানসিক, দৈহিক ইত্যাদি নানাবিধ উপদ্রব দ্বারকার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করতে শুরু করল এবং নগরবাসীরা ধারণা করলেন যে, অক্রূরের দেশত্যাগের ফলেই এই সমস্ত উপদ্রব ঘটছে। প্রধান নাগরিকেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, "একবার বারাণসীতে খরা হয়েছিল, তখন সেখানকার রাজা সেই সময়ে বারাণসী দর্শনরত অক্রূরের পিতার সঙ্গে তাঁর

বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই দানের ফল স্বরূপ খরার অবসান হয়েছিল।" তাঁর পিতার মতো অক্রূরেরও একই ক্ষমতা রয়েছে মনে করে প্রবীণ ব্যক্তিরা বিধান দিলেন যে, অক্রূরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অক্রূরের নির্বাসন উপদ্রবের প্রধান কারণ নয়। তবুও, তিনি অক্রূরকে দ্বারকায় ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে অর্চনাদি করে মধুর বচনে অভিনন্দিত করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "আমি জানি শতধন্বা মণিটি তোমার কাছে রেখে গেছে। যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তাঁর কন্যার সন্তানেরাই তাঁর রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র দাবীদার। তবুও, এই অভিশপ্ত রত্নটি তোমার কাছে রেখে দিলেই তোমার কল্যাণ হবে। কেবলমাত্র একবার সেটি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখাবার জন্য দাও"। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের মতো উদ্ভাসিত সেই মণিটি দিলেন এবং শ্রীভগবান তাঁর পরিবারবর্গের সকলকে সেটি দেখানোর পরে তিনি সেটি আবার অক্রূরকে ফিরিয়ে দেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্ ।
কুন্তীং চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—বাদরায়ণের পুত্র, শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিজ্ঞাতা**—সচেতন; **অর্থঃ**—প্রকৃত ঘটনার; **অপি**—যদিও; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দগ্ধান্**—দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্রেরা; **কুন্তীম্**—তাদের মাতা, কুন্তী; **চ**—এবং; **কুল্য**—কৌলিক প্রথা; **করণে**—পালনের জন্য; **সহ-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; **যযৌ**—গমন করলেন; **কুরূন্**—কুরু রাজ্যে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—যদিও ভগবান শ্রীগোবিন্দ প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তবু যখন তিনি সংবাদ শুনলেন যে পাণ্ডবেরা এবং রাণী কুন্তী দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কুলাচারসম্মত প্রথা মান্য করার জন্য শ্রীবলরামকে নিয়ে তিনি কুরুদের রাজ্যে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা এবং তাঁদের মাতার অগ্নিতে প্রাণ হারানোর মিথ্যা সংবাদটি বিশ্ববাসী যদিও শ্রবণ করেছিল, তবু শ্রীভগবান ভালভাবেই জানতেন যে, পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের গুপ্তহত্যার চক্রান্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ ।
তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ ॥ ২ ॥

ভীষ্মম্—ভীষ্ম; **কৃপম্**—কৃপাচার্য; **স-বিদুরম্**—এবং বিদুরও; **গান্ধারীম্**—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী; **দ্রোণম্**—আচার্য দ্রোণ; **এব চ**—এবং; **তুল্য**—সমানভাবে; **দুঃখৌ**—দুঃখপূর্ণ; **চ**—এবং; **সঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **হা**—হায়; **কষ্টম্**—কী কষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **হ উচতুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন।

অনুবাদ

দুই ভগবান তখন ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মতোই সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁরা বলে উঠেছিলেন, "হায়, এ যে, কী বেদনাদায়ক!"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, যারা গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন, তাঁরা কেউই অবশ্য পাণ্ডবদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে মোটেই দুঃখিত হননি। এখানে বিশেষভাবে যে সব লোকের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণ—তাঁরা কল্পিত দুঃখজনক ঘটনাটি শুনে বাস্তবিকই দুঃখ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

লব্ধৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ ।
অক্রূরকৃতবর্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ৩ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **এতৎ**—এই; **অন্তরম্**—সুযোগ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **শতধন্বাম্**—শতধন্বাকে; **উচতুঃ**—বললেন; **অক্রূর-কৃতবর্মাণৌ**—অক্রূর ও কৃতবর্মা; **মণিঃ**—মণি; **কস্মাৎ**—কেন; **ন গৃহ্যতে**—গ্রহণ করা উচিত নয়।

অনুবাদ

এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে, হে রাজন, অক্রূর ও কৃতবর্মা, শতধন্বার কাছে গিয়ে বললেন, "স্যমন্তক মণিটি কেন গ্রহণ করছ না?

তাৎপর্য

অক্রূর ও কৃতবর্মা যুক্তি দেখালেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যেহেতু দ্বারকায় অনুপস্থিত, তাই সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণিটি অপহরণ করা যেতে পারে। শ্রীধর

স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এই দুজন নিশ্চয়ই শতধন্বাকে অযথা প্রশংসা করে খুশি করার চেষ্টা করে বলেছিলেন, "তুমি আমাদের চেয়েও সাহসী; তাই তুমি তাকে বধ কর।"

শ্লোক ৪

যোঽস্মভ্যং সম্প্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ ।
কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ ॥ ৪ ॥

যঃ—যে; **অস্মভ্যম্**—আমাদের কাছে; **সম্প্রতিশ্রুত্য**—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **কন্যা**—তাঁর কন্যাকে; **রত্নম্**—রত্নসদৃশ; **বিগর্হ্য**—অবজ্ঞাপূর্ণ অবহেলা করে; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **ন**—না; **সত্রাজিৎ**—সত্রাজিৎ; **কস্মাৎ**—কেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা; **অন্বিয়াৎ**—অনুসরণ করবে (মৃত্যুতে)।

অনুবাদ

"সত্রাজিৎ তাঁর রত্নসদৃশা কন্যা আমাদের প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলা করে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে প্রদান করেছে। তাই কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে না?"

তাৎপর্য

যেহেতু সত্রাজিতের ভ্রাতা, প্রসেন, হিংস্রভাবে নিহত হয়েছিলেন, তাই, "তাঁর ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে" কথাটির নিহিতার্থটি বোধগম্য। এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা হল একটি গুপ্তহত্যার চক্রান্ত।

এটা সুপরিচিত যে অক্রূর ও কৃতবর্মা উভয়েই ছিলেন পরমোন্নত, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই তাদের এই অযথা আচরণ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আচার্যগণ তা এইভাবে বর্ণনা করছেন—শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, অক্রূর যদিও শ্রীভগবানের প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে পরিচালিত গোকুলের অধিবাসীদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃতবর্মা কংসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাঁরা উভয়েই ভোজ বংশের সদস্য হওয়ার ফলে, এবং এই অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্গের জন্য কৃতবর্মা এইভাবে এখন দুঃখ ভোগ করছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি বিকল্প বিশ্লেষণ নিবেদন করেছেন—সত্রাজিৎ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেছিলেন এবং দ্বারকায় তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটিয়েছিলেন, তাই অক্রূর ও কৃতবর্মা উভয়েই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন.। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অক্রূর ও কৃতবর্মা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরী

সত্যভামাকে বিবাহ করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ায় এই মিলনে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অসুখী হতে পারতেন না, অথবা তাঁরা শ্রীভগবানের ঈর্ষাপ্রবণ প্রতিদ্বন্দ্বীও হতেন না। সুতরাং তাঁর প্রতিপক্ষরূপে আচরণের পেছনে আপাতদৃষ্টির অন্তরালে তাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ৫

এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ ।
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভিন্ন**—প্রভাবিত; **মতিঃ**—যার মন; **তাভ্যাম্**—তাদের দু'জনের দ্বারা; **সত্রাজিতম্**—সত্রাজিৎ; **অসৎ-তমঃ**—অত্যন্ত অসৎ; **শয়নম্**—নিদ্রিত; **অবধীৎ**—হত্যা করল; **লোভাৎ**—লোভবশত; **সঃ**—সে; **পাপঃ**—পাপী; **ক্ষীণ**—ক্ষীণ; **জীবিতঃ**—আয়ু।

অনুবাদ

শতধন্বার মন তাদের উপদেশে এইভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, সে নিতান্ত লোভের বশে সত্রাজিতকে তাঁর ঘুমের মাঝে হত্যা করেছিল। পাপী শতধন্বা এইভাবে তার নিজেরই আয়ু হ্রাস করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *অসত্তমঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শতধন্বা মূলত ছিল অসৎ-প্রকৃতির মানুষ এবং সত্রাজিতের নিশ্চিত শত্রু।

শ্লোক ৬

স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ ।
হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্ ॥ ৬ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীগণ; **বিক্রোশমানানাম্**—বিলাপ করতে লাগলেন; **ক্রন্দন্তীনাম্**—এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন; **অনাথ**—অনাথ; **বৎ**—ন্যায়; **হত্বা**—নিহত; **পশূন্**—পশু; **সৌনিক**—কসাই; **বৎ**—মতো; **মণিম্**—মণিটি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **জগ্মিবান**—সে চলে গেল।

অনুবাদ

সত্রাজিতের প্রাসাদের মহিলারা যখন অসহায়ভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করছিলেন, তখন শতধন্বা মণিটি নিয়ে ঠিক যেভাবে পশুহত্যা করে কোনও কসাই চলে যায়, সেইভাবেই নির্বিবাদে চলে গেল।

শ্লোক ৭

সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা ।
ব্যলপৎ তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী ॥ ৭ ॥

সত্যভামা—রাণী সত্যভামা; **চ**—এবং; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **হতম্**—নিহত; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **শুচা-অর্পিতা**—শোকে আকুল হয়ে; **ব্যলপৎ**—বিলাপ করতে লাগলেন; **তাত তাত**—হে পিতা, হে পিতা; **ইতি**—এইভাবে; **হা**—হায়; **হতা**—হত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **মুহ্যতি**—মুহ্যমান হয়ে।

অনুবাদ

সত্যভামা যখন তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হলেন। "পিতা, পিতা! হায়, আমি মারা পড়লাম!" বলে বিলাপ করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শতধন্বার বিরুদ্ধে শ্রীভগবানের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্যই সত্যভামার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার অনুভূতি এবং তাঁর পিতার মৃত্যুতে তাঁর কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্ ।
কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাচখ্যৌ পিতুর্বধম্ ॥ ৮ ॥

তৈল—তেলের; **দ্রোণ্যাম্**—বিশাল ভাণ্ডে; **মৃতম্**—মৃতদেহ; **প্রাস্য**—রেখে; **জগাম্**—তিনি চলে গেলেন; **গজ-সাহ্বয়ম্**—কুরু রাজধানী, হস্তিনাপুরে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **বিদিত-অর্থায়**—যিনি ইতিমধ্যেই পরিস্থিতিটি জানতেন; **তপ্তা**—দুঃখিত হয়ে; **আচখ্যৌ**—তিনি বর্ণনা করলেন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বধম্**—হত্যা।

অনুবাদ

রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃতদেহটি একটি বিশাল তেলের পাত্রে রাখলেন এবং হস্তিনাপুরে চলে গিয়ে, ইতিমধ্যেই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপার বললেন।

শ্লোক ৯

তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্নুনুসৃত্য নৃলোকতাম্ ।
অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; আকর্ণ্য—শুনে; ঈশ্বরৌ—দুই ভগবান; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); অনুসৃত্য—অনুকরণ করে; নৃ-লোকতাম্—মনুষ্য সমাজের মতো; অহো—হায়; নঃ—আমাদের জন্য; পরমম্—চরম; কষ্টম্—কষ্ট; ইতি—এইভাবে; অস্র—অশ্রুপূর্ণ; অক্ষৌ—যাঁর দুই চোখ; বিলেপতুঃ—তাঁরা দুজনেই বিলাপ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম যখন এই সংবাদ শুনলেন, হে রাজন, তাঁরা তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হায়! আমাদের চরম বিপর্যয় ঘটল!" এইভাবে মানব সমাজের মতো অনুকরণ করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

শ্লোক ১০

আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্ ।
শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্তুং মণিং ততঃ ॥ ১০ ॥

আগত্য—ফিরে এসে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; তস্মাৎ—সেই স্থান থেকে; স-ভার্যঃ—তাঁর পত্নীসহ; স-অগ্রজঃ—এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পুরম্—তাঁর রাজধানীতে; শতধন্বানম্—শতধন্বা; আরেভে—তিনি প্রস্তুত হলেন; হন্তুম্—হত্যা করতে; হর্তুম্—গ্রহণ করতে; মণিম্—মণিটি; ততঃ—তার কাছ থেকে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বারকায় আসার পরে তিনি শতধন্বাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মণিটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ১১

সোঽপি কৃতোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া ।
সাহায্যে কৃতবর্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

সঃ—সে (শতধন্বা); অপি—ও; কৃত-উদ্যমম্—নিজেকে প্রস্তুত করছেন; জ্ঞাত্বা—জ্ঞাত হয়ে; ভীতঃ—ভীত; প্রাণ—তার প্রাণ; পরীপ্সয়া—রক্ষার ইচ্ছায়; সাহায্যে—সাহায্যের জন্য; কৃতবর্মাণম্—কৃতবর্মা; অযাচত—সে প্রার্থনা করল; সঃ—সে; চ—এবং; অব্রবীৎ—বলল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তা জানতে পেরে, শতধন্বা সন্ত্রস্ত হল। তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হল এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু কৃতবর্মা এইভাবে উত্তর দিয়েছিল।

শ্লোক ১২-১৩

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্ ॥ ১২ ॥
কংসঃ সহানুগোঽপীতো যদ্দ্বেষাত্ত্যাজিতঃ শ্রিয়া ।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশসংযুগাদ্ বিরথো গতঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; অহম্—আমি; ঈশ্বরয়োঃ—দুই ভগবানের প্রতি; কুর্যাম্—করতে পারব; হেলনম্—অপরাধ; রাম-কৃষ্ণয়োঃ—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; কঃ—কে; নু—প্রকৃতপক্ষে; ক্ষেমায়—সৌভাগ্য; কল্পেত—অর্জন করতে পারে; তয়োঃ—তাঁদের প্রতি; বৃজিনম্—অপরাধ; আচরন্—উৎপন্ন করে; কংসঃ—রাজা কংস; সহ—সহ; অনুগঃ—তার অনুগামীরা; অপীতঃ—মৃত্যু; যৎ—যার বিরুদ্ধে; দ্বেষাৎ—তার দ্বেষের জন্য; ত্যাজিতঃ—পরিত্যক্ত; শ্রিয়া—তার ঐশ্বর্য দ্বারা; জরাসন্ধঃ—জরাসন্ধ; সপ্তদশ—সতের; সংযুগাৎ—যুদ্ধের ফলে; বিরথঃ—তার রথহীন; গতঃ—হয়েছিল।

অনুবাদ

[কৃতবর্মা বলল—] আমি কৃষ্ণ ও বলরাম, দুই ভগবানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করি না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের বিরক্ত করলে কেউ কি কোনও সৌভাগ্য প্রত্যাশা করতে পারে? কংস এবং তাদের সকল অনুগামী তাঁদের প্রতি শত্রুতার জন্য তাদের ধন ও প্রাণ সবই হারিয়েছিল এবং সতেরবার তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ একটি মাত্র রথ নিয়েও ফিরতে পারেনি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *হেলনম্* শব্দটি শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবহেলার আচরণ বোঝাচ্ছে এবং *বৃজিনম্* শব্দটি শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ করা বোঝাচ্ছে।

শ্লোক ১৪

প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহমযাচত ।
সোঽপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্যানীশ্বরয়োর্বলম্ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **সঃ**—সে, শতধন্বা; **চ**—এবং; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **পার্ষ্ণিগ্রাহম্**—সাহায্যের জন্য; **অযাচত**—প্রার্থনা করল; **সঃ**—সে, অক্রূর; **অপি**—ও; **আহ**—বললেন; **কঃ**—কে; **বিরুধ্যেত**—বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; **বিদ্বান্**—অবগত হয়ে; **ঈশ্বরোঃ**—পরমেশ্বর দুই ভগবানের; **বলম্**—শক্তি।

অনুবাদ

শতধন্বার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সে অক্রূরের কাছে গিয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করল। কিন্তু অক্রূর একইভাবে তাকে উত্তর দিলেন, "তাঁদের শক্তির কথা যে জানে, সে পরমেশ্বর দুই ভগবানের বিরোধিতা কেন করবে?"

শ্লোক ১৫

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—বিনাশ করেন; **চ**—এবং; **চেষ্টাম্**—উদ্দেশ্য; **বিশ্বসৃজঃ**—জগতের স্রষ্টাগণ (ব্রহ্মার দ্বারা পরিচালিত); **যস্য**—যাঁর; **ন বিদুঃ**—জানে না; **মোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **অজয়া**—তাঁর নিত্য মায়াশক্তি দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তাঁর লীলা রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। তাঁর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারাও তাঁর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

তাৎপর্য

একবচন শব্দ *যঃ* 'যিনি'র ব্যবহার ইঙ্গিত করছে যে, 'দুই ভগবান, কৃষ্ণ ও রাম'-এর বারংবার উল্লেখ *শ্রীমদ্ভাগবতে* একেশ্বরবাদ প্রকাশের দৃঢ় নীতির কোনও বিরোধিতা করে না। এইভাবেই অনেক বৈদিক সাহিত্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে অসংখ্যরূপে বিস্তার করেন, যদিও তিনি এক এবং সর্বশক্তিমান ভগবানই থেকে যান। উদাহরণস্বরূপ, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) আমরা পাই যে, *অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্ অনন্তরূপম্* "এক পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত, অনাদি এবং তিনি নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকাশ করেন।" শ্রীভগবানের লীলার ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত, যেখানে তিনি নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাঁর নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামরূপে আবির্ভূত হন, *ভাগবত* এখানে 'দুই ভগবান' বলে উল্লেখ করছেন। কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান, পরম ব্রহ্ম একজনই রয়েছেন, যিনি তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১৬

যঃ সপ্তহায়ণঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা ।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ—যিনি; **সপ্ত**—সাত; **হায়ণঃ**—বৎসরের বয়সে; **শৈলম্**—একটি পর্বত; **উৎপাট্য**—উৎপাটন করে; **একেন**—এক; **পাণিনা**—হাতে; **দধার**—ধারণ করেন; **লীলয়া**—ক্রীড়ারূপে; **বালঃ**—সামান্য শিশু; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছত্রাক; **ইব**—মতো; **অর্ভকাঃ**—বালক।

অনুবাদ

"সাত বছরের এক শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ একটি পর্বতকে উৎপাটন করেছিলেন এবং নিতান্ত বালকের মতো সহজেই ছত্রাক তুলে ধরার লীলায় সেটি উঁচুতে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্মণে ।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ ॥ ১৭ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—ভগবান; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণ; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **কর্মণে**—যাঁর কর্ম; **অনন্তায়**—অনন্ত; **আদি-ভূতায়**—সকল অস্তিত্বের উৎপত্তি স্বরূপ; **কূটস্থায়**—নির্বিকার; **আত্মনে**—পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর প্রতিটি কর্মই বিস্ময়কর। তিনি সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস এবং অবিসম্বাদিত কেন্দ্র।"

শ্লোক ১৮

প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্ ।
তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ ॥ ১৮ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **সঃ**—সে; **তেন**—তার দ্বারা, অক্রূর; **অপি**—ও; **শতধন্বা**—শতধন্বা; **মহা-মণিম্**—মূল্যবান মণিটি; **তস্মিন্**—তার কাছে; **ন্যাস্য**—ন্যস্ত রেখে; **অশ্বম্**—অশ্ব; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **শত**—এক শত; **যোজন**—যোজন (এক যোজনের পরিমাপ প্রায় আট মাইল); **গম্**—গামী; **যযৌ**—সে প্রস্থান করল।

অনুবাদ

এইভাবে তার প্রার্থনা অক্রূরও প্রত্যাখ্যান করলে, শতধন্বা মূল্যবান মণিটি অক্রূরের কাছে ন্যস্ত রেখে শত যোজন (আটশত মাইল) ছুটে যেতে পারে, এমন একটি অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেল।

তাৎপর্য

ন্যাস অর্থাৎ "ন্যস্ত রেখে" শব্দটি বোঝায় যে, শতধন্বা এখন বিশ্বাস করছে যে, মণিটি তারই ছিল; তাই সেটি এক বন্ধুর কাছে সে রেখেছিল। মোট কথা, এটি চোরের মানসিকতা।

শ্লোক ১৯

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দনৌ ।
অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্ ॥ ১৯ ॥

গরুড়-ধ্বজম্—পতাকায় গরুড়ের প্রতীক চিহ্ন বিশিষ্ট; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **রথম্**—রথ; **রাম**—বলরাম; **জনার্দনৌ**—এবং কৃষ্ণ; **অন্বয়াতাম্**—অনুসরণ করলেন; **মহা-বেগৈঃ**—অত্যন্ত দ্রুত; **অশ্বৈঃ**—অশ্বগুলি নিয়ে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **গুরু**—তাঁদের গুরুজনের প্রতি (সত্রাজিৎ, তাঁদের শ্বশুর); **দ্রুহম্**—হিংস্রভাবাপন্ন।

অনুবাদ

হে রাজন, অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে সংযোজিত করে এবং উড্ডীয়মান গরুড়ধ্বজা সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের গুরুজনের হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ২০

মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতম্ হয়ম্ ।
পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্ রুষা ॥ ২০ ॥

মিথিলায়াম্—মিথিলায়; **উপবনে**—এক উপবনে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **পতিতম্**—পতিত; **হয়ম্**—তার অশ্ব; **পদভ্যাম্**—পদব্রজে; **অধাবৎ**—সে ধাবিত হল; **সন্ত্রস্তঃ**—ভীত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **অন্বদ্রবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

শতধন্বা যে অশ্বে আরোহণ করে যাচ্ছিল, সেটি ক্লান্ত হয়ে মিথিলার উপকণ্ঠে এক উপবনে, পড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন সন্ত্রস্ত হয়ে সেই অশ্বটি পরিত্যাগ করে সে পদব্রজে পালাতে শুরু করলে, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ক্রুদ্ধভাবে পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ২১

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা ।
চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসোর্ব্যচিনোন্মণিম্ ॥ ২১ ॥

পদাতেঃ—পদগামী; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্য**—তার; **পদাতিঃ**—স্বয়ং পদব্রজে; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **নেমিনা**—ধার; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **শিরঃ**—মস্তক; **উৎকৃত্য**—ছেদন করে; **বাসসোঃ**—শতধন্বার বস্ত্র (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন) মধ্যে; **বাচিনোৎ**—তিনি অন্বেষণ করেছিলেন; **মণিম্**—মণিটি।

অনুবাদ

যখন শতধন্বা পদব্রজে পলায়ন করছিল, তখন শ্রীভগবানও পদব্রজে গমন করে তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর শ্রীভগবান স্যমন্তক মণির জন্য শতধন্বার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্রাদির মধ্যে অন্বেষণ করলেন।

শ্লোক ২২

অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্ ।
বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অলব্ধ—না পেয়ে; **মণিঃ**—মণিটি; **আগত্য**—গিয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আহ**—বললেন; **অগ্র-জ**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার; **অন্তিকম্**—কাছে; **বৃথা**—অনর্থক; **হতঃ**—বধ; **শতধনুঃ**—শতধন্বা; **মণিঃ**—মণিটি; **তত্র**—তার কাছে; **ন বিদ্যতে**—নেই।

অনুবাদ

মণিটি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করেছি। মণিটি তার কাছে নেই।"

শ্লোক ২৩

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা ।
কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; **আহ**—বললেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **সঃ**—সেই; **মণিঃ**—মণিটি; **শতধন্বনা**—শতধন্বার দ্বারা; **কস্মিংশ্চিৎ**—কোনও; **পুরুষে**—ব্যক্তি; **ন্যস্তঃ**—রেখে গেছে; **তম্**—তাকে; **অন্বেষ**—খুঁজে বের কর; **পুরম্**—নগরীতে; **ব্রজ**—যাও।

অনুবাদ

তখন শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন, "তা হলে, শতধন্বা নিশ্চয়ই, কারও কাছে মণিটি গচ্ছিত রেখেছে। তুমি, আমাদের নগরীতে ফিরে যাও এবং সেই লোকটিকে খুঁজে বার কর।

শ্লোক ২৪

অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম ।
ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্ বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **বৈদেহম্**—বিদেহ দেশের রাজা; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **প্রিয়-তমম্**—যিনি অতি প্রিয়; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **মিথিলাম্**—মিথিলা (বিদেহ রাজ্যের রাজধানী); **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **যদু-নন্দনঃ**—শ্রীবলরাম, যদুর বংশধর।

অনুবাদ

"আমার অত্যন্ত প্রিয় বিদেহরাজের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছা করি।" হে রাজন, এই কথা বলে, যদুর প্রিয় বংশধর শ্রীবলরাম, মিথিলা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম শেষ পর্যন্ত মিথিলা নগরীর উপকণ্ঠে শতধন্বাকে ধরে ফেললেন। যেহেতু এই নগরীর রাজা ছিলেন শ্রীবলরামের প্রিয় সুহৃদ, শ্রীভগবান তাই নগরীতে প্রবেশ করে সেখানে কিছুকাল থাকবার সিদ্ধান্ত করলেন।

শ্লোক ২৫

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ ।
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **প্রীত-মানসঃ**—প্রীতিভরে; **অর্হয়াম্ আস**—তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **অর্হণীয়ম্**—পূজনীয়; **সমর্হণৈঃ**—অর্চনার বিবিধ উপচারে।

অনুবাদ

মিথিলার রাজা যখন শ্রীবলরামকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো যথাবিহিত অর্চনাদি নিবেদন করে পরম পূজনীয় শ্রীভগবানকে রাজা শ্রদ্ধা জানালেন।

শ্লোক ২৬

উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ ।
মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা ।
ততোঽশিক্ষদ্ গদাং কালে ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ॥ ২৬ ॥

উবাস—তিনি বাস করলেন; **তস্যাম্**—সেখানে; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মিথিলায়াম্**—মিথিলায়; **সমাঃ**—বৎসর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান, শ্রীবলরাম; **মানিতঃ**—সম্মানিত হয়ে; **প্রীতি-যুক্তেন**—প্রিয়; **জনকেন**—জনক রাজার (বিদেহ) দ্বারা; **মহা-আত্মনা**—মহাত্মা; **ততঃ**—তখন; **অশিক্ষৎ**—শিক্ষা করলেন; **গদাম্**—গদা; **কালে**—সময়ে; **ধার্তরাষ্ট্রঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; **সুযোধনঃ**—দুর্যোধন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম মিথিলায় তাঁর প্রিয় ভক্ত জনক মহারাজের কাছে সম্মানিত অথিতি হয়ে কয়েক বৎসর থাকলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদা দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল শিখে ছিলেন।

শ্লোক ২৭

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ ।
অপ্রাপ্তিং চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বিভুঃ ॥ ২৭ ॥

কেশবঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—আগমন করে; **নিধনম্**—মৃত্যু; **শতধন্বনঃ**—শতধন্বার; **অপ্রাপ্তিম্**—না পেয়ে; **চ**—এবং; **মণেঃ**—মণি; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়ার (রাণী সত্যভামা); **প্রিয়**—সন্তোষ; **কৃতঃ**—কারী; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান কেশব দ্বারকায় এসে শতধন্বার মৃত্যু এবং স্যমন্তক মণি লাভে তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর প্রিয়তমা সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করে।

তাৎপর্য

স্বভাবতই তাঁর পিতার হত্যাকারীর বিচার হয়েছে তা শুনে, রাণী সত্যভামা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতার স্যমন্তক মণি এখনও পুনরুদ্ধার করা বাকী আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেটি পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ২৮

ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ ।
সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকীঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **সঃ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **কারয়াম আস**—করলেন; **ক্রিয়া**—শাস্ত্রীয় ক্রিয়া; **বন্ধোঃ**—তাঁর আত্মীয়ের (সত্রাজিতের) জন্য; **হতস্য**—নিহত; **বৈ**—বস্তুতঃ; **সাকম্**—একসঙ্গে; **সুহৃদভিঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **যাঃ যাঃ**—যা যা; **স্যুঃ**—সেখানে; **সাম্পরায়িকীঃ**—পারলৌকিক।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর মৃত আত্মীয়, সত্রাজিতের উদ্দেশ্যে বিবিধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ২৯

অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্ ।
ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ ॥ ২৯ ॥

অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ—অক্রূর এবং কৃতবর্মা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **শতধন্বোঃ**—শতধন্বার; **বধম্**—বধ; **ব্যূষতুঃ**—তাঁরা নির্বাসনে গমন করলেন; **ভয়-বিত্রস্তৌ**—ভয় বিহ্বল হয়ে; **দ্বারকায়াঃ**—দ্বারকা থেকে; **প্রযোজকৌ**—নিযুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা, যাঁরা মূলত শতধন্বাকে অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, তাঁরা শুনলেন যে শতধন্বা নিহত হয়েছে, তাঁরা তখন ভয়ে দ্বারকা থেকে পলায়ন করলেন এবং অন্য কোথাও বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০

অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্ ।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ ॥ ৩০ ॥

অক্রূরে—অক্রূর; **প্রোষিতে**—নির্বাসিত হওয়ায়; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণাদি; **আসন্**—দেখা গেল; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দ্বারকা-ওকসাম্**—দ্বারকার অধিবাসীরা; **শারীরাঃ**—দৈহিক; **মানসাঃ**—এবং মানসিক; **তাপাঃ**—দুর্দশা; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দৈবিকা**—আধিদৈবিক; **ভৌতিকাঃ**—আধিভৌতিক।

অনুবাদ

অক্রূরের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় অশুভ লক্ষণাদি দেখা গেল এবং নগরবাসীরা ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব ভোগ করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

দৈবিক শব্দটি এখানে দৈব দ্বারা উৎপন্ন উপদ্রবকে উল্লেখ করছে। এই সকল উপদ্রব কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে প্রকাশিত হয়—যেমন ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড় বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। আজকাল বস্তুবাদী মানুষেরা এই সমস্ত উপদ্রবকে পরমেশ্বরের হাতে তারা শাস্তিগ্রহণ করছে তা বুঝতে না পেরে, জাগতিক কার্যকারণের ফল মনে করে। *ভৌতিকাঃ* শব্দটির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জীব যেমন—মানুষ, পশুপাখি ও কীট পতঙ্গাদির দ্বারা সৃষ্ট উপদ্রবগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অক্রূর স্যমন্তক মণিটি নিয়ে বারাণসী নগরীতে বাস করার জন্য চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এক মহাদানপতি রূপে সুবিদিত হয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি যোগ্য পুরোহিতগণের মহা সমাবেশে স্বর্ণবেদীতে অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন।

দ্বারকার কিছু অধিবাসী অনুভব করেছিলেন যে, অস্বাভাবিক দুর্যোগাদি সব ঘটছিল অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই এবং তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, (যেমন পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে) দ্বারকায় স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে এই সমস্ত সম্ভাবনাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ শ্রীভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর লীলাসম্ভার সবই মানুষের মতো মনে হয় বলেই 'অতি ঘনিষ্ঠতা থেকে অশ্রদ্ধা বা বিরাগ জন্মায়' এই তত্ত্বটি তখন বদ্ধমূল হতে শুরু করে। দেখা গেছে যে, অনেক মহাত্মা ব্যক্তি এবং শ্রীভগবানের অবতারের জীবিত কালে সকল সময় এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন, যাঁরা তাঁদের সকলের মাঝে এক মহাত্মার অবস্থান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন অথবা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে উপলব্ধি করেন। তবে, ভাগ্যবান এবং উন্নত জীব যাঁরা শ্রীভগবানের এবং তাঁর পার্ষদবর্গের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁরা পরম ধন্য হন।

শ্লোক ৩১

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্ ।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অঙ্গ**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **উপদিশন্তি**—প্রস্তাব করেছিলেন; **একে**—কেউ; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হয়ে; **প্রাক্**—ইতিপূর্বে; **উদাহৃতম্**—বর্ণিত; **মুনি**—মুনিগণের; **বাস**—আবাস; **নিবাসে**—যখন তিনি বাস করছিলেন; **কিম্**—কিভাবে; **ঘটেত**—উদিত হতে পারে; **অরিষ্ট**—দুর্যোগের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

যে সব মানুষ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন [যে, উপদ্রবগুলি সবই অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই ঘটছে], তাঁরা কিন্তু নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই, সমস্ত মুনি-ঋষিদের নিবাস স্বরূপ যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বাস করেন, সেখানে কিভাবে দুর্যোগ ঘটতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নরূপ মর্ম প্রদান করেছেন—বারাণসীতে সোনার বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানধ্যানের ফলে অক্রূর বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। যখন দ্বারকার অধিবাসীরা সেই কথা শুনল, তখন তাদের কয়েকজন রটনা করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে শত্রু-বিবেচনা করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সুনামের এই নবতম অবিশ্বাস্য কলঙ্ক দূর করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বিভিন্ন দুর্যোগের সৃষ্টি করলেন এবং এইভাবে অক্রূরের প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানাতে নগরবাসীদের প্ররোচিত করার পরে, শ্রীভগবান অক্রূরের ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ ।
স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাত্ততোঽবর্ষৎ স্ম কাশিষু ॥ ৩২ ॥

দেবে—যখন দেবতা, ইন্দ্র; **অবর্ষতি**—বর্ষণ প্রদান করছিলেন না; **কাশী-ঈশঃ**—কাশীর রাজা; **শ্বফল্কায়**—শ্বফল্ককে (অক্রূরের পিতা); **আগতায়**—যিনি আগমন করেছিলেন; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **স্ব**—তাঁর নিজ; **সুতাম্**—কন্যা; **গান্দিনীম্**—গান্দিনী; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **ততঃ**—তখন; **অবর্ষৎ**—বৃষ্টি হয়েছিল; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **কাশিষু**—কাশী রাজ্যে।

অনুবাদ

[প্রবীণেরা বললেন—] অতীতে, যখন ইন্দ্রদেব কাশীতে (বারাণসীতে) বর্ষণ প্রদান করতে চান নি, তখন সেই নগরীর রাজা সেখানে আগত শ্বফল্ককে তাঁর কন্যা গান্দিনীকে সমর্পণ করেছিলেন। তখন অচিরেই কাশীরাজ্যে বর্ষণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্বফল্ক ছিলেন অক্রূরের পিতা এবং নগরবাসীরা মনে করেছিলেন যে, পিতার মতো পুত্রেরও নিশ্চয়ই একই ক্ষমতা রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, কাশীরাজ যেহেতু সম্পর্কে ছিলেন অক্রূরের মাতামহ, তাই এক দুঃসময়ে অক্রূর সেই নগরীতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র তত্র হ।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—তাঁর (শ্বফল্কের); **সুতঃ**—পুত্র; **তৎ-প্রভাবঃ**—তাঁর ক্ষমতার জন্য; **অসৌ**—তিনি; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **যত্র যত্র**—যেখানে যেখানে; **হ**—বস্তুত; **দেবঃ**—ইন্দ্রদেব; **অভিবর্ষতে**—বর্ষণ প্রদান করবেন; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **উপতাপাঃ**—কষ্টকর উপদ্রব; **ন**—না; **মারিকাঃ**—অকালমৃত্যু।

অনুবাদ

তাঁর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্র অক্রূর যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বর্ষণ প্রদান করেন। বাস্তবিকই, তার ফলে সেই স্থানটি দুর্দশা ও অকালমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত থাকে।

শ্লোক ৩৪

ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্।
ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **বৃদ্ধ**—প্রবীণ; **বচঃ**—কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ন**—না; **এতাবৎ**—কেবলমাত্র এই; **ইহ**—এই ব্যাপারের; **কারণম্**—কারণ; **ইতি**—এইভাবে; **মত্বা**—মনে করে; **সমানায্য**—তাকে ফিরিয়ে এনে; **প্রাহ**—বললেন; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **জনার্দনঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

প্রবীণদের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ভগবান জনার্দন, যদিও অবহিত ছিলেন যে, অক্রূরের অনুপস্থিতি অশুভ লক্ষণের একমাত্র কারণ ছিল না, তবু তাঁকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা, তাই স্পষ্টভাবে তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই দ্বারকা নগরীতে ঐ সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে, এই সমস্ত অমঙ্গল হয়ত অক্রূরের অনুপস্থিতির ফলে উৎপন্ন এবং পবিত্র স্যমন্তক মণি হারিয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটেছিল, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম, সেটি দিব্য আশীর্বাদের নগরী, কারণ সেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং বাস করেন। তবুও এই জগতের একজন যুবরাজরূপে তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা প্রয়োজন, তা করেছিলেন এবং অক্রূরকে ডেকে এনেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ ।
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ ॥ ৩৫ ॥
ননু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা ।
স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্বমেব নঃ ॥ ৩৬ ॥

পূজয়িত্বা—সম্মান জানিয়ে; **অভিভাষ্য**—সম্ভাষণ করে; **এনম্**—তাঁকে (অক্রূর); **কথয়িত্বা**—আলোচনা করে; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **কথাঃ**—বিষয়; **বিজ্ঞাত**—সম্পূর্ণ অবহিত; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **চিত্ত**—(অক্রূরের) হৃদয়; **জ্ঞঃ**—অবগত; **স্ময়মানঃ**—হাসতে হাসতে; **উবাচ হ**—তিনি বললেন; **ননু**—নিশ্চিতরূপে; **দান**—দানের; **পতে**—হে পতি; **ন্যস্তঃ**—রক্ষিত; **ত্বয়ি**—তোমার কাছে; **আস্তে**—আছে; **শতধন্বনা**—শতধন্বা দ্বারা; **স্যমন্তকঃ মণিঃ**—স্যমন্তক মণি; **শ্রীমান্**—ঐশ্বর্য; **বিদিতঃ**—জানি; **পূর্বম্**—পূর্বেই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে একান্তভাবে সম্ভাষণ করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্যে কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে অক্রূরের মনের কথা সম্পূর্ণ জেনেও ভগবান তখন হাসলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে দানপতে, শতধন্বা তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্যমন্তক মণি ঐশ্বর্যটি গচ্ছিত রেখেছে এবং সেটি এখনও তোমার কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুই আমরা বরাবরই জানি।

তাৎপর্য

এখানে অক্রূরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আচরণ নিশ্চিত করছে যে, তিনি বাস্তবিকই শ্রীভগবানের পরম ভক্ত।

শ্লোক ৩৭

সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্ গৃহ্নীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ ।
দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণং চ শেষিতম্ ॥ ৩৭ ॥

সত্রাজিতঃ—সত্রাজিতের; **অনপত্যত্বাৎ**—অপুত্রক হওয়ার জন্য; **গৃহ্নীয়ুঃ**—তাদের গ্রহণ করা উচিত; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **সুতাঃ**—পুত্র; **দায়ম্**—উত্তরাধিকার; **নিনীয়**—প্রদান করার পর; **আপঃ**—জল; **পিণ্ডান্**—পিণ্ড; **বিমুচ্য**—মোচন করার পর; **ঋণম্**—ঋণ; **চ**—এবং; **শেষিতম্**—অবশিষ্ট।

অনুবাদ

যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তার কন্যার পুত্রগণের তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। তাদের জল ও পিণ্ড প্রদান ও মাতামহের ঋণ মোচন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট যা কিছু, তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উত্তরাধিকার বিষয়ে *স্মৃতির* নিম্নোক্ত বিধান উদ্ধৃত করেছেন—*পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎ-সুতা গোত্রজা বন্ধুঃ শিষ্যাঃ সব্রহ্মচারিণঃ* অর্থাৎ "উত্তরাধিকার প্রথমত পত্নীর উপর বর্তায়, তারপর (যদি পত্নীর মৃত্যু হয়) তা কন্যার, তারপর পিতামাতার, তারপর ভাইদের, তারপর ভাইয়ের পুত্রদের, তারপর মৃতের একই গোত্র সম্পন্ন পরিবারে সদস্যদের এবং তারপর ব্রহ্মচারীসহ তার শিষ্যদের প্রাপ্য হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করছেন যে, সত্রাজিতের যেহেতু কোনও পুত্রসন্তান ছিল না, যেহেতু তাঁর পত্নী একত্রে তাঁর সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন এবং যেহেতু তাঁর কন্যা সত্যভামা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য স্যমন্তক মণিটির জন্য আগ্রহী ছিলেন না, তাই যথার্থই সেটি ছিল তার পুত্রদেরই সম্পত্তি।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন, 'এই কথার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করলেন যে, সত্যভামা ইতিমধ্যেই সন্তানসম্ভবা এবং তাঁর পুত্রই মণিটির যথার্থ দাবিদার হবে আর অক্রূর যদি সেটি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, তা হলে সেই সন্তানই তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই মণিটি অধিকার করবে।'

শ্লোক ৩৮-৩৯

তথাপি দুর্ধরস্ত্বন্যৈস্ত্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ ।
কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি ॥ ৩৮ ॥

দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধূনাং শান্তিমাবহ ।
অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেহদ্য বর্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তথা অপি—তা হলেও; **দুর্ধরঃ**—ধারণ করা অসম্ভব; **তু**—কিন্তু; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **ত্বয়ি**—তোমার সঙ্গে; **আস্তাম্**—থাকুক; **সুব্রতে**—হে সুব্রত; **মণিঃ**—মণি; **কিন্তু**—কেবলমাত্র; **মাম্**—আমাকে; **অগ্র-জঃ**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ন প্রত্যেতি**—বিশ্বাস করছে না; **মণিম্ প্রতি**—মণির বিষয়ে; **দর্শয়স্ব**—দর্শন করাও; **মহা-ভাগ**—হে পরম সৌভাগ্যবান; **বন্ধূনাম্**—আমার আত্মীয়দের; **শান্তিম্**—শান্তি; **আবহ**—আনয়ন কর; **অব্যুচ্ছিন্নাঃ**—অনবরত; **মখাঃ**—যজ্ঞ; **তে**—তোমার; **অদ্য**—এখন; **বর্তন্তেঃ**—হচ্ছে; **রুক্ম**—সোনার; **বেদয়ঃ**—বেদীতে।

অনুবাদ

"তা হলেও, হে সুব্রতধারী অক্রূর, মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কারণ অন্য কেউই এটিকে নিরাপদে রাখার যোগ্য নয়। কিন্তু তুমি একবার মণিটিকে দেখাও, কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই বিষয়ে যা বলেছি, তা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না। হে পরম সৌভাগ্যবান, এইভাবে তুমি আমার আত্মীয়দের শান্ত কর। [প্রত্যেকেই জানে, তোমার কাছে মণিটি রয়েছে, যার জন্য] তুমি এখন অনবরত স্বর্ণ বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করছ।"

তাৎপর্য

যদিও কার্যত সত্যভামার পুত্রদের মণিটির উপর অধিকার ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটির মাধ্যমে স্বর্ণ সম্পদ নিয়ে অনবরত ধর্মীয় যজ্ঞ সম্পাদনকারী অক্রূরের কাছেই মণিটি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বর্ণ বেদীতে এই ধরনের ধর্মীয় আচার সম্পাদনের সামর্থ্য থেকেই মণিটির শক্তির পরিচয় বোঝা যায়।

শ্লোক ৪০

এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্ ।
আদায় বাসসাচ্ছন্নঃ দদৌ সূর্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সামভিঃ**—সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে; **আলব্ধঃ**—ভর্ৎসনা করলেন; **শ্বফল্ক-তনয়ঃ**—শ্বফল্কের পুত্র; **মণিম্**—স্যমন্তক মণিটি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বাসসা**—তাঁর বস্ত্রে; **আচ্ছন্নঃ**—লুকানো; **দদৌ**—তিনি প্রদান করলেন; **সূর্য**—সূর্যের; **সম**—সমান; **প্রভম্**—প্রভায়।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে লজ্জিত হয়ে শ্বফল্কপুত্র তাঁর বস্ত্রে লুকানো মণিটি নিয়ে এসে তা শ্রীভগবানকে প্রদান করলেন। উজ্জ্বল মণিটি সূর্যের মতো প্রভা বিকিরণ করছিল।

তাৎপর্য

আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই যে, একটি মূল্যবান মণি কিভাবে এত গুপ্ত চক্রান্ত, হিংসা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছিল। যারা নির্বিঘ্নে পারমার্থিক জীবন যাপন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছে অবশ্যই এটি উপযুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্লোক ৪১

স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ ।
বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥

স্যমন্তকম্—স্যমন্তক মণি; **দর্শয়িত্বা**—প্রদর্শনের পর; **জ্ঞাতিভ্যঃ**—তাঁর আত্মীয়গণের কাছে; **রজঃ**—কলুষ; **আত্মনঃ**—(মিথ্যাভাবে আরোপিত) স্বয়ং; **বিমৃজ্য**—দূরীভূত করে; **মণিনা**—মণিটি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তস্মৈ**—তাঁকে, অক্রূরকে; **প্রত্যর্পয়ৎ**—সেটি প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান স্যমন্তক মণিটি তাঁর আত্মীয়গণকে দেখানোর পরে, তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে এইভাবে নস্যাৎ করে, তিনি মণিটি অক্রূরকে ফিরিয়ে দিলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে দ্বিতীয়বারের মতো, স্যমন্তক মণিটি নিয়ে শ্রীভগবানের সুনামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারটি সেই মণিটি দিয়েই দূরীভূত হল। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয়বারের জন্য, দ্বারকায় তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীভগবান মণিটি সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা পরম্পরা অভিব্যক্ত করে যে, স্বয়ং ভগবানও যখন এই জগতে অবতীর্ণ হন, তখনও তাঁর সমালোচনা করার দিকে তাঁর 'পার্যদ'-বর্গের একটি ঝোঁক থাকে। সমগ্র জড় জগৎ ত্রুটি অন্বেষণের প্রবণতায় দূষিত এবং এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই অনাকাঙ্ক্ষিত গুণের প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ৪২

যস্ত্বেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোর্
বীর্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলং চ ।

আখ্যানং পঠতি শৃনোত্যনুস্মরেদ্বা
দুষ্কীর্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **ভগবতঃ**—শ্রীভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **বীর্য**—শৌর্য; **আঢ্যম্**—পূর্ণ; **বৃজিন্**—পাপ কর্মফল; **হরম্**—হরণকারী; **সু-মঙ্গলম্**—অত্যন্ত মঙ্গলময়; **চ**—এবং; **আখ্যানম্**—বৃত্তান্ত; **পঠতি**—পাঠ করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অনুস্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **বা**—বা; **দুষ্কীর্তিম্**—অপযশ; **দুরিতম্**—এবং পাপ; **অপোহ্য**—বিমুক্ত হয়ে; **যাতি**—প্রাপ্ত হন; **শান্তিম্**—শান্তি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শৌর্যের বর্ণনাময় এই আখ্যান সকল পাপ কর্মফল দূর করে এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে। যিনি তা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা স্মরণ করেন, তাঁর আপন অপযশ ও পাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ' নামক সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।